R.N.NO. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই মাঘ ১৪২০ ২৯শে জানুয়ারী, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

প্রত্যেকবার ১৪৪ ধারা জারি করে কলেজ নির্বাচন কেন ?

শান্তনু সিংহ রায় ঃ ইদানিং কলেজ নির্বাচনকে ঘিরে যে সব ঘটনা ঘটছে তাকে 'দুঃখজনক' বললে খুব কম বলা হয়। পড়াশোনা করতে গিয়ে রাজনীতির খপ্পরে পড়ে সম্প্রতি কিছু তাজা প্রাণ অকালে চলে গেল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে তবে কি ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হবে ? পক্ষে-বিপক্ষে মতামত অনেকের আছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী এই যাঁতাকলে পড়ে বলি হচ্ছে তাদের পিতামাতার করুণ অবস্থার কথা ভাবতে বলি। শাস্ত্রে আছে 'ছাত্র নং অধ্যয়ং তপঃ'। অর্থাৎ ছাত্রদের অধ্যয়ন অর্থাৎ পড়াশোনা করার মূল বিষয়। অথচ পড়ার নামে রাজনীতিতে জড়িয়ে পুরো জীবনটাই সর্বনাশ হচ্ছে। বর্তমান রাজনীতির কেষ্টু বিষ্টুরা নাকি ছাত্র রাজনীতির 'প্রোডাক্ট'। তবে প্রোডাক্টগুলির অধিকাংশের গুণমান কি আমরা সবাই ভালোভাবে জানি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও একই পথের পথিক। তবে জ্যোতি বসু, মনমোহন সিং কিম্বা রাস্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর ছাত্র রাজনীতির ট্রাক রেকর্ড নেই। তাঁরা 'স্কলার' হিসাবেই পরিচিত। কলেজ নিয়ে রাজনীতি করলেই যে পরবর্তী জীবনে অসাধারণ

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে কলেজে সব কিছুতেই বেনিয়ম

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর কলেজের কেলোর কীর্তি শেষ হবার নয়। আপনারা জানেন – ১০০ পয়েন্ট রোস্টার জমা না দেয়ার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ফাঁকা পদগুলো সব অবলুপ্ত হয়ে গেছে। খবর, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের কলেজে ঢোকানোর অপচেষ্টার কারণে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার জমা না দেয়ার জন্যই তপশীলী, উপজাতি এবং ওবিসিরা বঞ্চিত হয়েছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জিবি–র সদস্য বিকাশ নন্দ। সত্ত্বর রোস্টার জমা দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিবি–র পক্ষ থেকে। অন্যদিকে খবর -- অধ্যাপক থেকে পার্ট টাইমার বা শিক্ষাকর্মীর পদে যে যেভাবে পেরেছে নিজের লোক নিয়োগ করেছে। এর জন্য না হয়েছে ইন্টারভিউ, না হয়েছে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বা এক্সপার্ট দিয়ে ডিগ্রী বা অনার্স কোর্সের ছাত্র–ছাত্রীদের পড়ানোর যোগ্যতা বিচার। একতরফা দুর্নীতি চালিয়ে গেছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল আবু.এল.শুকরানা মন্ডল কয়েকজন কর্মীকে হাত করে। এর জরুরী তদন্ত প্রয়োজন।

পুষ্প প্রদর্শনী ও গ্রামীণ মেলায় মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের মিঠিপুর ফুটবল ময়দানে স্থানীয় 'সাধারণ ক্লাবে'র পরিচালনায় ১০ থেকে ১৬ জানুয়ারী হয়ে গেল পুষ্প প্রদর্শনী, গ্রামীণ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মানুষের সাড়া ছিল অভূতপূর্ব। প্রত্যেক দিনই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে এলাকার মানুষ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ভিড় করেন। প্রতিদিন আবৃত্তি, অঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জের 'প্রয়াসী' দুই যুগ পুরুষ বিদ্যাসাগর

(শেষ পাতায়)

বর্তমান সরকারের বিরোধীতায় সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্তমান সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিল্প ও কর্মসংস্থানে বাধা, ধর্ষণ, মিথ্যা মামলায় পুলিশী নির্যাতন,চীট ফান্ডগুলোতে সি.বি. আই তদন্ত ইত্যাদি প্রতিবাদে ১২ জানুয়ারী সাগরদীঘি হাইস্কুল মাঠে এক সমাবেশে বক্তব্য

(শেষ পাতায়)

পরলোকে কবি স্মরণ দত্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের 'প্রতিশ্রুতি' আবৃত্তি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা কবি স্মরণ দত্ত (৫৬) মস্তিকে রক্তক্ষরণ হয়ে ১৮ জানুয়ারী মারা যান। ১৬ জানুয়ারী বহরমপুরে বাসা বাড়ীতে অসুস্থ হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তরি পরামর্শে তাকে

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই মাঘ, বুধবার, ১৪২০

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬ জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬ শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরম পরিতাপের কথা : বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ মাথা চাড়া দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ইঙ্গিত লইয়া আমরা আমাদের পত্রিকায় বহু আলোচনা করিয়াছি। আজ তাহার রূঢ় বাস্তবরূপ দেখা যাইতেছে পাঞ্জাবে, আসামে, দার্জিলিং অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে। পাঞ্জাবে ও আসামে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাইতেছেন এক বা একাধিক জন। গোর্খাল্যাণ্ড লইয়া কিছু মানুষ ভারতেকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতেরই ক্ষতিসাধনের হীন প্রয়াস। অথচ তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার সেই দৃঢ় হস্ত কোথায় ? তাই শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক ; তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দূর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়।

পুরাতনী

ভাগীরথীর অবস্থা

শ্রাবণ মাসে ভাগীরথী নদীতে জলভাব কখনও দেখাই যায় নাই। বালিঘাটার সম্মুখস্থ বালীর চড় এখনও ডুবে নাই। বর্তমানে নদীর অবস্থা দেখিয়া বৈশাখ মাসের নদী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। নদীতে জল না থাকায় বড়বড় মালবাহী নৌকা চলাচলে অসুবিধা হইতেছে। নদীতে ভালো স্রোত না থকায় মৎসজীবিগণ ইলিশ মৎস ধরিতে সক্ষম হইতেছে না। (প্রকাশকাল : ১৩৫৮)

আমাকে আমার মতো থাকতে দাও

সাধন দাস

জন্মের পর থেকে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের চারপাশে অতি সযত্নে একেকটা বৃত্ত রচনা করে। সেটাই তার নিজের ঘর। প্রিয় মুখ, প্রিয় ফুল, প্রিয় রং আর প্রিয় স্বপ্ন দিয়ে সেই ঘরকে সে মনের মতো ক'রে সাজাতে থাকে। সংবেদন যার যত তীব্র,এই ঘর নিয়ে তার ততো শুচিবায়ুগ্রস্ত তা। সে-ঘর সাতমহলা রাজপ্রসাদ না হোক, মাটির নিকানো উঠোনেও আপনমনে সে তাতে আলপোনা আঁকে, ফুলগাছ লাগায়, তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় আর শীতের রোদকে মাদুর পেতে বসতেদেয়। সেখানে কুটো-টি এসে পড়লেও সে সহ্য করে না।

কিন্তু তা বললে চলবে কেন ? উঠোনটা আমার হলেও ছ'টি ঋতু তো আমার বশে নয়। সেখানে চৈত্রের বাউণ্ডুলে বাতাস এসে ধুলোবালি আর শুকনো পাতায় নোংরা করে দেয় আমার আলপোনার রং, নিকোনো উঠোন কাদা হয়ে যায় শ্রাবণের ধারাপাতে। আমার মনের উঠোনটাও তো তাই। অমি তাকে শীতল পাটির মতো গুটিয়ে নিয়ে তুলে রাখতে তো পারি না। তার ক্রমবর্ধমান পরিধি নিয়ে সে এই সমাজেই বড় হতে থাকে। ধ্যান গম্ভীর হিমালয়ের মৌনতায় নয়, হাজার লক্ষ মানুষের এই কোলাহলের মধ্যেই তাকে জায়গা করে নিতে হয়। আর সব মানুষ যদি একেকটা বৃত্তের মতো এই জন সমুদ্রে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি থাকে, তাহলে একটা বৃত্ত আরেকটা বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়বেই। আপনার বৃত্ত যদি কেউ ঢুকে থাকে, আপনিও কারোর বৃত্তে নির্ঘাৎ ঢুকে পড়েছেন।

সমাজে আর সংসারে যাদের নিয়ে আপনি আছেন, তারা সবাই আপনার মতো নয়। আপনার স্ত্রী, পুত্র, একান্ত প্রিয় বন্ধুটি – অন্ততঃ একজনও কি আপনার ভালো-লাগার ছাঁচে তৈরি হয়েছে ? আবার উল্টোদিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় – আপনিও কি ওদের কারোর পছন্দের ছাঁচে তৈরি হয়েছেন ? তাহলে 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও ?' আর সমাজবদ্ধ জীব হয়ে একরকম আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ভাবনা নিয়ে আপনি থাকবেনই বা কেন ?

তবুও থাকে। মনের গভীর গহনে একটা নিজস্ব বৃত্ত চিরকাল থাকে। যেখানে সুদূর রাতের পাখিরা সুদূর রাতের গান গায়। যেখানে নীল নির্জন আকাশ আরো দূর আকাশের হাতছানি নিয়ে আজীবন জেগে থাকে। সেখানে সংসার নেই, চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, বিচ্ছেদ নেই, মৃত্যু নেই। দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানিতে যে-জীবন ক্লেদাক্ত হয় না কোনোদিন। বাইরের আঙিনাতে মাঝে মাঝে 'তার' ছিঁড়ে যায় বটে, কিন্তু তাই নিয়ে কোনো 'হাহাকার' নেই। সেখানে হ্যাঁ কেবল সেখানেই-আমি আমার মতো থাকতে পারি। আপনিও।

তালাবন্ধ

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

জঙ্গীপুর থেকে জলপাইগুড়ি, মাজদিয়া কিম্বা মালদা, শিবপুর কিম্বা শিলিগুড়ি – আসুন মহাবিদ্যালয়গুলিতে সদর্পে তালা ঝুলিয়ে দিই। অন্তত সরকারী অনুদানে চলা কলেজগুলোকে তো স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। কারণ – সে কারণ অনেক রকম আছে। রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতির অন্যতম পীঠস্থান এই সব কলেজ। নেতাদের আঁতুরঘর বললেও কম বলা হবে না। আসুন প্রত্যেক কলেজকে রাজনৈতিক ভাবে তালা বন্ধ করে দিই। শিক্ষার অঙ্গন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার যে অলিক কল্পনা আপনারা করে থাকেন, তা যে কষ্ট কল্পনা তা মেনে নিন। প্রয়োজনে বেসরকারী গগনচুম্বি কলেজগুলি খোলা থাক, ওগুলোতে গণ্যমান্য শিক্ষাব্যবসায়ীদের অর্থ লগ্নী করা হয়েছে। এবং ওগুলোর সাথে সুদূরবিস্তৃত দালাল চক্রের জাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওগুলো খোলা থাক।

সরকারী পে-কমিশনের দৌলতে ৬০-৭০-৮০ হাজারী অ্যাসিটেন্ট প্রফেসরদের বলুন-নিজেদের ওই সব বেসরকারী কলেজের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত করতে এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে গৃহশিক্ষকতাটা সাড়ম্বরে চালিয়ে যেতে। এতগুলো ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে কথা। আর হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে সরকারী কলেজ যদি পদধূলি দিতেও হয়, প্রশাসনিক নিরাপত্তা ছাড়া একটি ক্লাশও নয়। বারুদের ধোঁয়া এবং রক্তের আঁশটে গন্ধ ছাড়িয়ে ভর্তি পর্ব মিটতেই তো বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত। কার ক'টা ভর্তি হলো আর কি রেটে হলো তার হিসেব নিকেশ করে সাম্যাবস্থা আসতে আরও কিছুদিন। এর পরও যদি ক্লাশের প্রয়োজন থাকে, তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই হবে।

ক্লাশরুমে শিক্ষক পড়াচ্ছেন এবং দুইপাশে 'দুই-চার' রাজ্য পুলিশ। এবং ওই রাজ্য পুলিশদের নিরাপত্তার জন্য মিলিটারী কিম্বা প্যারা মিলিটারী ফোর্স। ফোর্সে-ফোর্সে ছয়লাপ করে দিন ; গোটা সিলেবাস জুড়ে একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ গন্ধ, বেশ লাগবে। আপনার পকেটে বিস্তর রেস্তো, ছেলে-মেয়ে পড়াশোনায় খুবই ভালো। ভাবছেন ডাক্তার কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার করবেন! বিদেশে পড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন ! ভালো, বেশ ভালো। কিন্তু আপনার বিলেত ফেরত ডাক্তার ছেলেকে 'Administrative control'করবে সেই প্রশাসনিক আমলা যে পড়াশোনায় ঠিক ততটা ভালো না হওয়ায় I.P.S কিম্বা W.B.C.Sএ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। হায়রে – এই দুই স্তর Technically control হবে আরো একটা নিম্ন মেধার কেরাণী কুলের ইউনিয়ন নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে। নাঃ উৎফুল্ল হওয়ার কিছুই নেই। উপরিউক্ত তিনটি স্তরই Politically Controlled হবে সেই সব রাজনৈতিক বীরপুঙ্গবদের

(শেষ পাতায়)

।। রাজনীতি বনাম রাজনীতি ।।

হরিলাল দাস

বছর যায়, বছর আসে। যে যায় সে রেখে যায় কিছু স্মৃতি। যে আসে সে নিয়ে আসে কিছু আশা। তাই সবাই জানাই শুভ নববর্ষ। কিন্তু সময় নিরবধি। তাকে ভাগ করে, হিসেব করে, চালু করা আমাদের বিধি।

তীর্থ দর্শনে না কি মনের কামনা পূর্ণ হয়। সে বিশ্বাস এখন শিথিল। নেই বলা চলে। আগে তীর্থ করতে নিয়ে যেত পাণ্ডারা। তবে কি পাণ্ডাদের ধান্দা উঠে গেছে ? না। নব রূপে তা এসেছে। ইদানিং এক নতুন তীর্থযাত্রা হচ্ছে রায়সিনহা হিলে রাষ্ট্রপতি দর্শনে। এ রাজ্য থেকে তিনটে দল নিয়ে গেছে পাণ্ডা-পাণ্ডানীরা রাষ্ট্রপতি দরশনে। তার ফল কী হয়েছে ? দিল্লির নির্ভয়া-কাণ্ডে দর্শনার্থীদের জলকামান দিয়ে ভাগানোর পর এখন মুক্ত দ্বার। তাতে ফলাও পাণ্ডাদের কারবার।

বিচারব্যবস্থাকে বলা হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের এক প্রধান স্তম্ভ। সেই স্তম্ভে ঘূণ লেগেছে। বিচারক ইনটার্নী প্রসঙ্গ নতুন মাত্রায়। বিচারও হচ্ছে বিলম্বিত এবং বিড়ম্বিত। ধর্ষণ, সমকামিতা নিয়েও এক এক বেঞ্চে এক এক রকম রায়-- এটার সঙ্গে সেটার মিল নাই। এমাসে ওমাসে রায় পাল্টায়। এই বোধহয় পরিবর্তনশীল গতির বা প্রগতির নিয়ম।

সাংবাদিকতাও নাকি গণতন্ত্রের আর এক খুঁটি। দেখা যাচ্ছে একই ঘটনা বিভিন্ন কাগজে ও চ্যানেলে ভিন্ন ভিন্ন রটনার ও রচনার। আর পর্ণগ্রাফি নিষিদ্ধ বলে ধর্ষণের বিস্তার নিয়ে

(শেষ পাতায়)

মাতালের স্বাধিকার জ্ঞান

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

কলকাতায় এক মাতালের গল্প প্রচলিত আছে। মাতালের মুখ দিয়ে এক গল্প বলা হয়েছে, কিন্তু ইহাতে আমাদের শিক্ষণীয় ঢের আছে। এক মাতাল মত্তাবস্তায় বড়বাজার দিয়ে পদব্রজে চলেছে। একটি ছুঁচো তার দু'পায়ের মাঝ দিয়ে চিক চিক শব্দ ক'রে চলে গেল। এক সিঁড়ির মধ্যে ছুঁচোটি আশ্রয় নিয়েছে। মাতাল একখানি বাখরী সংগ্রহ ক'রে লাগলো তাকে খোঁচাতে। ছুঁচো তার খোঁচা সহ্য করতে না পেরে যেই বাহির হয়েছে, মাতাল তাকে বাখারীর এক ঘা মারলো। ঘা খুব জোরে লাগেনি। সে দৌড়াতে লাগলো। মাতাল তার পেছুন পেছুন ছুটতে লাগলো। যেখানে ছুঁচো আশ্রয় নেই মাতাল বাখারী প্রয়োগে তাকে ব্যস্ত করে তোলে। অবশেষে বাখারীর এক প্রবল আঘাত সইতে না পেরে তার গন্ধমুষিক লীলা সম্বরণ করতে বাধ্য হলো। স্বাধিকার প্রমত্ত বীর তখন ছুঁচোর লেজ ধরে ঝুলাতে ঝুলাতে রাস্তা চলে আর বলে – বাবা গন্ধমুষিক ছুচন্দর! যাও! আমার দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে পথ কর। এক ব্যক্তি মাতালের এই ব্যাপার দেখে হেসে বলে উঠলো যুদ্ধ জয়ী হয়ে বিজয় উল্লাস দেখাচ্ছ ? মাতাল তখন বলে উঠল – আমি মাতাল না তুমি মাতাল। আজ আমার দু পায়ের মধ্যে দিয়ে ছুঁচো গেল। কাল একটা ছাগল যাবে। তার পরে দিন একটা গোরু যাবে। তারপর দিন এক ঘোড়া যাক। তারপর আমার দু'পায়ের মধ্য দিয়ে ট্রাম কোম্পানি লাইন পেতে ট্রাম চালাতে লাগুক আর আমি দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকি। তুমি মাতালেরও অধম নিজের দখল রাখতে পার না। লজ্জা করে না নিজের দখলী স্থান যদি রক্ষা করা না যায় তবে তার ভবিষৎ অন্ধকার। একজন রাজনীতিজ্ঞ মাতালের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে বলে – ভাই আমি তোমাকে রাজদরবারে পরিচয় করে দিব। তুমি মাতাল নও। তোমার আইন সভায় যাওয়া উচিত। আইন একবার লঙ্ঘন যদি কেউ করে তবে তাই প্রথা হয়ে পড়ে/ একজন সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হলো তার খাতির ক'রে সভ্য করে লওয়া কর্তৃপক্ষের অসততা ও অসভ্যতা। আইন লঙ্ঘন অপরাধ। নির্ব্বাচনে লোক যাকে চায় না তাকে মন্ত্রী করতে হবে এ কোন রাজনীতি – মাতালের চেয়ে জ্ঞানী। সাধারণ নির্ব্বাচনে যাকে ভোট দিলে না সেই অযোগ্য ব্যক্তিকে যে দায়িত্বপূর্ণ কাজে মন্ত্রী করে সে নির্ব্বাচনে অর্ব্বাচীন। মাতালের স্বাধিকার জানা আছে এদের নাই।

প্রত্যয়

স্মরণ দত্ত

অন্য ব্যাকরণ শিখছে বাঙলা
ত্রিকোণ জ্যামিতির অবাক নিয়ম
লাভক্ষতি সুদকষার গণিত হিসেব
বেনিয়মের বৃত্তে নীল কাগজ কলম

জ্ঞানী গুনী নিয়ে যত আলেচনা
নিভে যাচ্ছে সব কথার আলোজ
যত কৃষ্টি যত ভাষার অহং
ঘন তিমির ছায়া ; হতাশা কোলাজ

উদ্দালক প্রতিশ্রুতি সব ; বীজের বুনোট
জন্মেছিল বসন্ত স্বপ্নে যত কৃষ্ণচূড়ায়
অদৃশ্য রূপকারে গাঁথা বাঙালী হৃদয়
মাটির ভাঁজেই মা মানুষের ব্যর্থ প্রত্যয়।

এটা ওর বিয়ের বয়স নয়

- মেয়ের ১৮ বছর আর ছেলের ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ে দেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ
- মেয়েকেও সমান যত্নে বড় করুন
- স্বনির্ভর কন্যা পরিবার আর সমাজের সম্পদ
- বাল্যবিবাহের খবর পেলেই থানা, বিডিও অফিস বা জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

সমাজ কল্যাণ দপ্তর • তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ • পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৪৪(২৮) তথ্য মুর্শি। তাং–১৫–১–১৪

কলেজ নির্বাচন ..... (১ম পাতার পর)

'সমাজসেবী' হবে একথায় ছেঁদো যুক্তি থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন কোথায় ? কিছু ব্যক্তির নাম উদারহণ হলেও, সমষ্টিগত ফল সন্তোষজনক নয়।

সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনে ছবি দেখি – এক ছাত্র আরেক ভ্রাতৃপ্রতিম বা বন্ধুপ্রতিম ছাত্রকে নিগৃহীত করছে। এ বড়ই বেদনাদায়ক। অথচ তারা সুন্দর পৃথিবীর আলো-বাতাস নিয়ে সুস্থভাবে যে বাঁচতে পারে, তার জন্যই তাদের বাবা-মা অনেক কষ্ট করে তাদের কলেজ পাঠান। তাই বন্ধ হোক এই সর্বনাশা ছাত্র রাজনীতি এবং কলেজ নির্বাচন। পরিবর্তে ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে কলেজ গভর্নিং বডিতে থাকুক মেধাবী ছাত্র ছাত্রী। এরাই পড়াশোনার উন্নয়নকল্পে সিদ্ধান্ত নেবে। তাহলেই বন্ধ হবে ছাত্র নামক এক শ্রেণীর লুম্পেনবাজী। অন্যথায় অনলাইন ভোটের কথাও ভাবা যেতে পারে। বেসু বা বিশ্বভারতীর প্রক্রিয়াও চালু হতে পারে।

পুষ্প প্রদর্শনী .....(১ম পাতার পর)

ও বিবেকানন্দের সুন্দর আলেখ্য পরিবেশন করেন। ১৫ জানুয়ারী ক্লাব সদস্যরা 'অচল পয়সা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ফুল-ফল–ক্যাকটাস এর ৫৪টি বিভাগে শ্রেষ্ঠ চাষীদের পুরস্কৃত করা হয়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড হইতে ৩ মিনিট দূরত্বে গোপালনগরে গোপেশ্বর ঘোষের বাড়ীর কাছে ৩টি প্লটে বা একলপ্তে পৌনে নয় কাঠা বাসযোগ্য জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ ঃ ৯২৩১৮৫১৭৬০ (সন্ধ্যা ৭টার পর)

রাজনীতি বনাম .....(১ম পাতার পর)

মাখামাখি খবর এখন মিডিয়ার এক লাভজনক বাণিজ্য। কেবল ওই রকম খবর ছাপলেই বিক্রিবাট্টা বেড়ে যাচ্ছে। সরকারও চাইছে তাদের লোকসভা ভোটের আগে কয়লা ব্লকবন্টনের ময়লা, কিম্বা জি-দুই স্পেকট্রাম কাহিনী চাপা পড়ে যাক ওই বিকৃত কামকেলীর গল্প কথার চাপে।

'জন্মিলে মরিতে হবে'-সুভাষচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৭ খ্রীঃ ২৩ শে জানুয়ারী। এতদিনে তিনি মরে গেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু নিয়ে রহস্যজনক রাজনীতি এখনও মরে নি। নেহরু পরিবার ও তাঁদের সেবকদলই শুধু নয়, সুভাষ স্থাপিত ফঃ বঃ দলও এই বিষয়ে তোতলাচ্ছে। কেন এতো ভয় সেই সুভাষকে যিনি হুঙ্কার দিয়েছিলেন-'চলো চলো, দিল্লি চলো।' বাঙালীর রাহুঙ্কারে দিল্লিওয়ালাদের গদি টলমল। সত্যই সুভাষ বেঁচে থাকলে কেন্দ্রে এক দুর্নীতিজনক সরকার কী এতোদিন টিকে থাকতে পারত ?

মানুষের মনের মতো না হলে প্রকৃতির নিয়মকে বলি প্রকৃতির খেয়াল। এবার দেখা যাচ্ছে উত্তর আমেরিকার তাপমাত্রা মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রিতে নেমেছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের জল জমে কঠিন বরফ। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে হয়েছে। কোন খামখেয়ালিপনা নয়। উষ্ণায়নের কারণে এই চরম পরিণতি হতে চলেছে। মানুষও যে প্রকৃতিরই অংশ, অঙ্গ –তা আমাদের খেয়াল থাকে না। উষ্ণায়নের জন্যেও অনেক পরিমাণে দায়ী মানুষ। এবং মানুষের বিপথগামী রাজনীতি গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে ধীরে ধীরে। সংবিধানে অনেক আইন আছে ভালো ভালো। তবু দুর্নীতি হচ্ছে কেন ? লোকপাল বিল বা লোকায়ত বিল যাই-ই হোক না কেন সেটা প্রয়োগ ও কার্যকর করবে তো এক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ?

তালাবন্ধ .....(২ পাতার পর)

মর্জিতে, যারা কোনোমতে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছেন। আর অদৃষ্টের কি পরিহাস দেখুন – উচ্চমেধার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, মধ্যমেধার অফিসার, নিম্ন মেধার কেরানী এবং অতি নিম্নমেধার নেতা – এদের সকলেরই টিকি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা ; ছোট, মাঝারি বড় কিম্বা অতি বড় সমাজ বিরোধীদের কব্জিতে যাদের হয়তো স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোনোটা হয়ে ওঠেনি সামাজিক-অর্থনৈতিক কিম্বা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতায়। হায়রে ভবিতব্য -মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর চোখ দিয়ে 'মনীষীদের' চিনে নিই। আর হ্যাঁ –আসুন স্কুল-কলেজগুলো নিশ্চিতভাবে তালাবন্ধ করে দিই।

বিরোধীতা সমাবেশ.....(১ম পাতার পর)

রাখেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহঃ সেলিম, জেলা সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, তুষার দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোনাল কমিটির সম্পাদক পরেশ দাস। প্রায় দশ হাজার মানুষ সমাবেশে যোগ দেন। একই দাবীর ভিত্তিতে ফরাক্কার জনসভায় বক্তব্য রাখেন সূর্যকান্ত মিশ্র, নৃপেন চৌধুরী, আবু হাসনাৎ খাঁন প্রমুখ।

পরলোকে কবি ..... (২ পাতার পর)

ওখান থেকে কলকাতা নিয়ে যাবার পথে তিনি মারা যান। জঙ্গিপুর সংবাদের সঙ্গে স্মরণ বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।